লোকজ কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪২৮, জুন ২০২১

LoCOS
লোকজ

লোকজ

কৃষিবার্তা

আষাঢ় ১৪২৮, জুন ২০২১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের চেহারা গত ১৫ বছরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক অনেক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির কথা আমরা শুনছি, আমরা জানিও বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের শ্রমে এই প্রবৃদ্ধি! কাদের টাকায় রাষ্ট্রের চেহারার এই পরিবর্তন?? স্বাধীনতার পর গত ৪৭ বছরের আমাদের জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ৬৬৬ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে কত গুন? সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছেওবা কত গুন?? এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা করতেই পারি।

এক লিটার পানির দাম কুড়ি টাকা অথচ এ বছর ১৩ টাকায় এক কেজি ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কৃষক। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের এক কেজি বোরো চাল উৎপাদনে ৩২০০ লিটার পানি খরচ হয়। কথাটা এই কারণেই বলা হলো পানিসহ সকল পণ্যের মুনাফার লাগাম আমরা খুলে দিলেও কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নি। এবছরও কৃষক রাজপথে ধান ফেলে প্রতিবাদ করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে তার সাধের ফসল। সুতরাং আমরা চাই, যাদের শ্রমে ও ঘামে এই রাষ্ট্রের উন্নতি সেই সকল কৃষক ও মেহনতী মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে আমাদের উন্নয়ন ভাবনা বিকশিত হোক।

বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসন, চটকদার প্রপাগান্ডা ও বিজ্ঞাপনের খপ্পরে পড়ে আমাদের বীজ হারিয়ে আমারা নিঃস্ব হচ্ছি। কৃষকের ঘর থেকে বীজ হারিয়ে গেলে কৃষক জমি দিয়ে কি করবে? এখন কোম্পানির লোকেরা পানি সহিষ্ণু ধান, ক্ষরা সহিষ্ণু ধানের বীজ কৃষকদের কেনার কথা বলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদেরই পানি সহিষ্ণু ধান আছে, ক্ষরা সহিষ্ণু ধান আছে, অধিক পানির ধান আছে, অল্প পানির ধানও আছে। তাই- আমাদের লড়াই আমাদের নিজেদের বীজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বীজ আগ্রাসনের এই সময়ে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো খবর হলো জৈব কৃষি ও স্বনির্ভর ঋণ আন্দোলনে বটিয়াঘাটার ৫৩৩ জন কৃষক ২৫টি কৃষক দলে সংগঠিত হয়েছেন। তারা একটি ফেডারেশন গড়ে তুলেছেন। কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানীর আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সজাগ করতে ফেডারেশনটি কাজ করছে। তারা নিরাপদ স্থানীয় কৃষির সম্প্রসারণ এবং নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময় করছে। ফেডারেশনটি ফসলের লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, কৃষিভর্তুকি নিশ্চিতকরণ, শস্যবীমা চালুর দাবীসহ পানি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কৃষকের নিযন্ত্রনে আনা এবং লবণ পানি প্রতিরোধসহ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ আদায়ে একযোগে কাজ করছে।

'লোকজ' ২০১৩ থেকে মিজরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বাস্তবায়িত নানা ধরণের কর্মসূচির খবর নিয়ে লোকজ কৃষিবার্তা ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এছাড়া কৃষিবার্তাটিতে কৃষি অনুপ্রেরণার স্থানীয় কিছু গল্প প্রকাশ করা হয়েছে। 'বারসিক'-এর গবেষক পাভেল পার্থ লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন। বার্তাটি প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনা
দেব প্রসাদ সরকার
পলাশ দাশ

অনুলিখন
মিলন কান্তি মণ্ডল
দিপঙ্কর কবিরাজ
বাসুদেব মল্লিক

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪২৮, জুন ২০২১

প্রকাশনায়
লোকজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা

মুদ্রণ
প্রিন্ট জোন, খুলনা

পারিবারিক কৃষির রূপ ও রূপান্তর

পাভেল পার্থ

করোনা মহামারিকালে দেশ-দুনিয়া লকডাউন হয়ে থাকলেও একমাত্র জেগে ছিল কৃষিকাজ, জেগে আছে এখনো জীবন বাজি রেখে। আর কৃষির এই নির্ঘুম অবদানই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের। জাগিয়ে রেখেছে এক স্বপ্নময় ভবিষ্যত। তো বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই কৃষির চেহারা কেমন? কৃষি কি কোনো ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা নাকি কৃষি এক পারিবারিক যৌথ সংস্কৃতি? বাংলাদেশের মানুষের কাছে সমতলের কৃষি, কী পাহাড়ি এলাকার জুমচাষ এক পারিবারিক নির্মাণ, কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এ দেশের কৃষিধারা মূলত গ্রাম জনপদের পরিবারনির্ভর। এক একটি গ্রামে, এক একটি জনপদে এখানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিধারা আছে। কৃষিজমির ধরণ ও স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, গ্রামীণ জীবন, শস্যফসলের বৈচিত্র্য, জনসংস্কৃতি; সবকিছু মিলেই আমাদের নানা অঞ্চলের নানা ধারার কৃষি। আর বৈচিত্র্যময় কৃষিজীবনের সম্ভার নিয়েই দেশের কৃষিজগত। পরিবারের মা, বাবা, সন্তান, দাদা, নানী, ঠাকুরমা, আব্বু, আম্বি, আত্মীয় পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলেই আমাদের অঞ্চলে গড়ে উঠেছে পারিবারিক কৃষির বৈচিত্র্যময় ব্যাঞ্জনা। পরিবারের সকলে মিলেই পারিবারিক কৃষির পাটাতন। এখানে জমি, জল, হাওয়া, রোদ, অণুজীব, বীজ, প্রাণিসম্পদ যেমন গুরুত্ববহ ঠিক তেমনি এক একটি পরিবারের সকল সদস্যও নানামুখী দায়িত্ব ও দক্ষতার জায়গা থেকে সমান গুরুত্ব রাখে। কিন্তু কৃষিকে পারিবারিক কৃষির বাইরে থেকে কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তি পুরুষের বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ ফসল উৎপাদন হিসেবে দেখা হলে কৃষির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর প্রাণবন্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পারিবারিক কৃষির এই চেহারা কি অক্ষত থাকছে না, থাকতে পারছে? দেশজুড়ে গ্রামীণ কৃষকবর্গের জীবনে এক প্রশ্নহীন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক কৃষিঐতিহ্য নিদারুণভাবে বদলে যাচ্ছে। গ্রামীণ যৌথপরিবারগুলো দেশের যৌথকৃষিজমির মতোই ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। নানাবিধ সামাজিক সংকট যেমন পাড়ি দিতে হচ্ছে এক একটি পরিবারকে ঠিক তেমনিভাবে দেশের কৃষিজগতকেও পাড়ি দিতে হচ্ছে নানামুখী সংঘাত। গ্রামাঞ্চলে এখন এমন পরিবার খুব কমই আছে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য নানাভাবে বছরব্যাপি কৃষিতে যুক্ত। বিশেষ করে পরিবারের পুরুষেরা এবং বিশেষভাবে তরুণ পুরুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। পরিবারের তরুণ নারীরা গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থানের জন্য গার্মেন্টসে নিযুক্ত হন। কেবল শহর বা গ্রাম নয়, দেশজুড়ে আজ তরুণ সমাজ ভবিষ্যতে কৃষক হতে চায় না। কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে কৃষক হিসেবে দেখতে চান না। তাহলে কে ধরবে ভবিষ্যত কৃষির হাল? কেমন হবে ভবিষ্যত বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির রূপ? এই কৃষি কী তার ঐতিহাসিক চেহারা আমূল হারাবে? কেবল কিছু খাদ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ খামারে পরিণত হবে কিংবা শহরে ছাদবাগানের নস্টালজিয়ায় সীমাবদ্ধ হবে? এই দেশ কৃষির প্রবাহ ও প্রাণ নিয়েই বিকশিত হয়েছে, কৃষির প্রাণভোমরা কোনো শর্ত বা প্রকল্প নয়, কৃষির প্রাণ হলো 'পরিবার'। পরিবারের মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-দাদী, প্রতিবেশী, হাঁস-মুরগি, গাছগাছালি, বীজভান্ড সব মিলেই বাংলার কৃষির এক যৌথ রূপ। এই রূপের প্রতিবেশগত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর জরুরি। পারিবারিক কৃষির শক্তিকে চাঙ্গা ও অক্ষত রাখার ভেতর দিয়েই কেবল তা সম্ভব।

২০১১ সনে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সনকে আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষিবর্ষ (International Year of Family Farming) হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সনের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম সভায় বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে পারিবারিক কৃষির ভূমিকাকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে পারিবারিক কৃষি দশক (২০১৯-২০২৮) সম্পর্কিত ঘোষণা দেয়া হয় এবং পারিবারিক কৃষিকে বৈশ্বিক কৃষিচর্চার এক অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এ সময়টাতেই পারিবারিক কৃষি বিষয়ে বৈশ্বিক আলাপ বিদ্যায়তনিক স্তর থেকে নাগরিক সমাজে আবারো একটা 'নতুন' উৎসাহ তৈরি করে। আশা করা যায়, 'পারিবারিক কৃষি দশক' টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের উদ্দেশ্য গৃহীত ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, কৃষক পরিবার বিশেষত: নারী, আদিবাসী, প্রাণিসম্পদ পালনকারী, বননির্ভর জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর ক্ষুদ্র পেশাজীবী ও মৎস্য চাষীসহ সামগ্রিক কৃষিপ্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আয় ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় জনসক্ষমতা বাড়বে, পল্লী কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চল থেকে শহরে গমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা হ্রাস পাবে, এবং পারিবারিক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরি, কার্যকর উৎসসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং পল্লী অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

পারিবারিক কৃষি দশকের শুরুতে কৃষির সামগ্রিক ডিসকোর্সকে

বোঝার ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক রূপ, স্থানীয় তর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পরিসর এবং এর সাথে জড়িত সকল বৈশ্বিক দরবার ও করপোরেশনকে এক কাতারে ফেলে আলাপগুলো প্রসারিত করা জরুরি। বৈশ্বিক পারিবারিক কৃষি পরিসরের ভেতর থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষির আপন চেহারাকে বুঝতে পারা এবং এর নিজস্ব চোহারাকে কৃষির সামগ্রিক পাটাতনে হাজির করা জরুরি। বাংলাদেশে কৃষির উৎকর্ষের বিষয়ে অনেকেই সমন্বিত কৃষির কথা বলেন। বাংলাদেশের টেকসই কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষজ্ঞরা সবসময় প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিনীতিসমূহ পারিবারিক কৃষিধারাকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি। জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ এবং সর্বশেষ জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় পারিবারিক কৃষি নয়, বরং বাংলাদেশ কৃষিতে একজন ব্যক্তি কৃষকের অবদান ও সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এর ৩.৩.৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, '...প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কৃষিজমি জনবসতির জন্য ব্যবহারকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বিকল্প হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রাম/গ্রোথসেন্টার ইত্যাদিকে উৎসাহিতকরণ।' তার মানে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র পারিবারিক কৃষির একটি পন্থা হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পকে দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে পারিবারিক কৃষি তাদের ঐতিহাসিক জীবনধারা, কেবলমাত্র কোনো বিশেষ প্রকল্প নয়।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক পারিবারিক কৃষির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই কৃষিধারাকে মজবুত করতে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় বিবেচনা তৈরি হয়নি। অধিপতি কৃষিপ্রকল্পে বাংলাদেশের কৃষিসমাজকে 'অপর' ও 'নিষ্ক্রিয়' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষকদের কোনো ধরণের মতামত, সিদ্ধান্ত, বিবেচনা ছাড়াই একের পর এক বৃহৎ কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। কখনো সংহারী বীজ, কখনো বিপজ্জনক প্রযুক্তি আর কখনোবা বেমানান কারিগরির মাধ্যমে। তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' মতো ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া দশাসই সব কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের যাবতীয় ভোগান্তি ও নিদারুণ যন্ত্রণা সামাল দিতে হয়েছে এ দেশের গ্রামীণ কৃষক সমাজ আর তার চারধারের মাটি-জল-হাওয়াকেই। কথিত সবুজ বিপ্লব প্রকল্প পরাজিত হতে না হতে এখন আবার নয়াপ্রযুক্তির জিনবিপ্লব শুরুর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে বিশ্ব। যার ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশেও। একমাত্র পারিবারিক কৃষির সক্রিয় বিকাশই এসব বিপজ্জনক চোখরাঙানি সামাল দিয়ে কৃষিকে মানুষসহ সকল প্রাণসত্তার জন্য বাঁচার রসদ জোগাতে পারে। যে নারীর হাতে কৃষি-জুমের জন্ম, সেই নারীকে জোর করে আজ কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্রামীণ নারী আজ কৃষক নয়, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন খামারের মজুর। পারিবারিক কৃষিতে নারী-পুরুষসহ সকলের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক জারি থাকে। পারিবারিক কৃষি কেবলমাত্র 'কৃষিকাজ' নয়, এটি কৃষিচর্চার ভেতর দিয়ে এক গভীরতর জীবনবীক্ষা সচল রাখে। মাতৃদুনিয়ার টিকে থাকবার জন্য আজ এই জীবনবীক্ষা আমাদের জন্য অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো তরতাজা কৃষিঘ্রাণের সুবাস শরীরে জড়ানো এক দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কী আমাদের ঐতিহাসিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদ্বাস্তু হয়ে যাবো? এটি কোনোভাবেই কোনোদিন সম্ভব নয়। আমরা নানাভাবে আমাদের কৃষির সাথে জড়িয়ে আছি, আর তাই আমাদের ভেতর এখনো পারিবারিক কৃষির মায়া ও আহাজারি নানাভাবে উছলে ওঠে। আসুন পারিবারিক কৃষি নিয়ে আমাদের আলাপ শুরু করি, আজ, এখন থেকেই। প্রয়োজন পারিবারিক কৃষিবান্ধব নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা। প্রয়োজন, দেশের পারিবারিক কৃষিধারার চলমান স্বরূপকে বুঝা এবং এর সংকটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এর টিকে থাকার শক্তি থেকে পারিবারিক কৃষি বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পারিবারিক কৃষির কর্তৃত্বহীন বিকাশে আমাদের সকলের মানবিক সক্রিয়তা জরুরি।

পাভেল পার্থ, গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ। ই-মেইলঃ animistbangla@gmail.com

কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

বটিয়াঘাটায় সংবাদ সম্মেলন

ফলন বেশি, গাথুনি ঘন, শীষ লম্বা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু

৬ জাতের নতুন ধানের যাত্রা শুরু

বছর দশেক আগে ইমাসকুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে ব্রিডিং করে ৬টি জাত উদ্ভাবনে সফল হয়ে ২০২০ সালের আমন মৌসুমে এফ ১০ পর্যায় শেষ করলো খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামের কৃষক আরুনী সরকার। স্বপ্ন ও চেষ্টা; শেষ পর্যন্ত মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। আরুণি সরকার তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শেষ পর্যন্ত ৬ জাতের নতুন আমন ধানের যাত্রা শুরুই হলো। ১৮ জুলাই ২০২১ খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের স্টার ইউনিট প্রাঙ্গনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানগুলোর নাম আলো ধান, লোকজ ধান, আরুণি ধান, গঙ্গা ধান, মৈত্রী ধান, লক্ষীভোগ ধান সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ এবং মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের আয়োজন ও মিজারিওর জার্মানী সহযোগিতায় সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লোকজ-এর সভাপতি ও কালের কণ্ঠের খুলনা বুর‌্যো প্রধান সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মো: হাদি-উজ-জামান হাদী, কৃষক ফেডারেশনের সহসভাপতি আশালতা ঢালী, সহসাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান লাভলু ও ব্রিডার কৃষক আরুণি সরকার, কৃষক দেবজ্যোতি মহালদার ও তরুণি সরকার প্রমুখ:।

সংবাদ সম্মেলনে ব্রিডার কৃষক আরুণি সরকার বলেন, ২০১০ সালে উন্নয়ন সংস্থা লোকজ-এর প্রণোদনায় ব্রিডিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ১০টি জাতকে মাদার (মা) ও ১০টি জাতকে ফাদার (বাবা) করে ইমাসকুলেশন ও পলিনেশনের মাধ্যমে ব্রিডিং করে ৬টি জাত উদ্ভাবনে সফল হয়ে পর্যায়ক্রমে ২০১০ হতে F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10 পর্যায় গত ২০২০ সালে শেষ করেছেন। ২০২০ সালে আমন মৌসুম শেষে ইতমধ্যে কিছু কিছু জাত কৃষকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। জাতগুলো মাদার ফাদার থেকে ফলন বেশি, গাথুনি ঘন, শীষ লম্বা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু হয়েছে। মাদার ফাদার থেকে তাদের জীবনকাল কমেছে। সংবাদ সম্মেলনে ফাদার-মাদারসহ উদ্ভাবিত নতুন ধানগুলো ভিজুয়ালী উপস্থাপন করা হয়।

স্থানীয় জটাই বালাম ও তেইশ বালাম ক্রসের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম আলো, সাহেবকচি ও কাঁচড়া ক্রসের ফলে উ ড়াবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম লোকজ ধান, চাপশাইল ও কুমড়াগোড় ক্রসের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম আরুণি ধান, বেনাপোল ও ডাকশাইল ক্রসের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম গঙ্গা ধান, তেইশ বালাম ও জটাই বালাম ক্রসের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম মৈত্রী ধান এবং বজ্রমুড়ি ও কুমড়াগোড় ক্রসের ফলে উদ্ভাবিত নতুন ধানের প্রস্তাবিত নাম লক্ষীভোগ ধান। এই নতুন ০৬ জাতের ধানের উদ্ভাবন বাংলাদেশের কৃষি তথা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

নতুন ০৬ ধানের বৈশিষ্ট্য

ক্রম	প্রস্তাবিত নতুন ধানের নাম	বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন	মাদার (মা)	ফাদার (বাবা)
০১	আলো ধান	ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, দানার সংখ্যা বেড়েছে। চিটার সংখ্যা কমেছে। জীবনকাল কমেছে।	জটাই বালাম	তেইশ বালাম
০২	লোকজ ধান	জীবকাল কমেছে। দানার সংখ্যা বেড়েছে। গোছায় কুশির সংখ্যা ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।	সাহেবকচি	কাঁচড়া
০৩	আরুণি ধান	শীষের দৈর্ঘ্য ও গাথুনি ঘন হয়েছে, জলাবদ্ধ সহিষ্ণু, গোছায় কুশির সংখ্যা এবং ফলন বেশি।	চাপশাইল	কুমড়াগোড়
০৪	গঙ্গা ধান	শীষের দৈর্ঘ্য, দানা ও কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনকাল ও চিটার সংখ্যা কমেছে। ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।	বেনাপোল	ডাকশাইল
০৫	মৈত্রী ধান	গাঁধুনি ঘন, উচ্চতা বেশি, শীষে দানা ও গোছায় কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনকাল কমেছে।	তেইশ বালাম	জটাই বালাম
০৬	লক্ষীভোগ ধান	জীবনকাল কমেছে, শীষের দৈর্ঘ্য ও দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।	বজ্রমুড়ি	কুমড়াগোড়

বটিয়াঘাটায় লোকজ’র কৃষক মাঠ দিবস পালন

১০৫ প্রজাতির স্থানীয় আমন ধান উপস্থাপন
এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচন

এলাকা উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচনের লক্ষ্যে বটিয়াঘাটায় অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমধর্মী কৃষক মাঠ দিবস। মিজরিও-জার্মানীর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজ এবং গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠনের আয়োজনে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ গঙ্গারামপুর স্টার ইউনিট ক্লাব মাঠে কৃষক মাঠ দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠনের অন্যতম সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিকুঞ্জবিহারী সরকারের সভাপতিত্বে এবং লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ড. এস এম ফেরদৌস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডিএই খুলনার সাবেক উপপরিচালক পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শেখ মোঃ হাদি-উজ-জামান হাদী, বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউপি সদস্য মোঃ মোশারফ শেখ।

মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা এসএপিপি অফিসার ইমান আলী মল্লিক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিহির কান্তি বৈরাগী, মোঃ আব্দুল গফ্ফার গাজী, ব্রীডার কৃষক আরুনী সরকার, প্রহ্লাদ জোদ্দার, সুব্রত মল্লিক, বিউটি বিশ্বাস, নির্মল বিশ্বাস প্রমুখ। মাঠ দিবসের কর্মসূচিতে বটিয়াঘাটা সদর, গঙ্গারামপুর, সুরখালী ও ভান্ডারকোট ইউনিয়নের ২৫টি কৃষক সংগঠনের কৃষক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা আমন ধানের জাত নির্বাচন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ১০৫ প্রজাতির স্থানীয় প্রজাতির ধানের পিভিএস প্লট পরিদর্শন করে র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকা উপযোগী ধানের জাত নির্বাচন করেন। পরিদর্শনকালে ব্রীডার কৃষক আরুনী সরকার তার উদ্ভাবিত ১০ প্রজাতির এফ-৯ পর্যায়ের ধানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেন। স্থানীয় ধানবীজ বিতরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত ১০৫ প্রজাতিরধান সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখায় স্থানীয় কৃষক ও অতিথিরা লোকজ’র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পারিবারিক পর্যায়ে প্রদর্শনী সবজি চাষে সহায়তা

বটিয়াঘাটা ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের পাঁচটি কৃষক সংগঠনের ১০ জন কৃষককে শীতকালীন প্রদর্শনী সবজি চাষে ১,৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত কৃষকগণ হলেন, হেতালবুনিয়া রংধনু কৃষক সংগঠনে শংকর বাছাড় ও রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বলাবুনিয়া সোনালী কৃষক সংগঠনের কমলা রায় ও বিউটি বিশ্বাস, বয়ারভাঙ্গা ভাইবোন কৃষক সংগঠনের আশালতা ঢালী ও তুলসী রানী ঢালী, দেবীতলা কৃষক সংগঠনের তাপস মল্লিক ও অমর মণ্ডল এবং সুকদাড়া কৃষক সংগঠনের বাসুদেব মণ্ডল ও শ্যামল সরকারকে সবজি ক্ষেত তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত কৃষকরা ওলকপি, বাধাঁকপি, ফুলকপি, বিটকপি, টমেটো, বেগুন, মরিচ, সাদা মূলা, লাল মূলা, লাল শাক, সবুজ শাক, পালং শাকের বীজ ক্রয় করে বেড পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে রোপন করবেন।

আমনের স্থানীয় জাত সম্প্রসারণে ধানবীজ বিতরণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকরা সেই আদিকাল থেকে বর্ষাকালে আমন মৌসুমে স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষাবাদ করে আসছে। বিশেষত খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার প্রায় শতভাগ বিলের জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়ে থাকে।

লোকজ জার্মানীর দাতা সংস্থা মিজরিওর সহায়তায় গঙ্গারামপুর, বটিয়াঘাটা সদর, সুরখালী ও ভান্ডারকোট ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে কাজ করে। কৃষকের নেতৃত্বেই কৃষির উন্নয়নে এই সকল কৃষকরা কাজ করছেন। এই কাজের ধারাবাহিকতায় লোকজ ও গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠন ১০৫ জাতের স্থানীয় আমন ধান সংরক্ষণে প্রতি বছর মাদার ট্রায়াল প্লট করে থাকে। মাদার ট্রায়াল প্লটের মাধ্যমে সংরক্ষিত বীজের একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গঙ্গারামপুর কৃষক সংগঠন ও লোকজের উদ্যোগে ৩০ জন চাষীর মাঝে এই বীজ বিতরণ করা হয়।

গত ২৭ জুন ২০২১ গঙ্গারামপুর ষ্টার ইউনিট ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধানবীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে লোকজ মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল, লোকজ এর নির্বাহী পরিচালক দেব প্রসাদ সরকার, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিলন কান্তি মণ্ডল ও প্রোগ্রাম অফিসার দিপংকর কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। আমন ধানবীজ পেয়ে কৃষকগণ লোকজকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

নতুন চাষের খোঁজে কৃষক

কৃষকের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তিনভাবে- এক, শুনে-শুনে; দুই, দেখে-দেখে ও তিন, করে-করে। মানুষের জীবনের ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। মানুষ শুনে যে জ্ঞান অর্জন করে, তার চেয়ে বেশি দেখে অর্জন করে, নিজে করে তার চেয়ে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারে মানুষ। একদল কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে যতটা না দক্ষ বা উদ্বুদ্ধ করা যায়- তার চেয়ে ঢের বেশি করা যায় তাদেরকে ভালো ভালো কৃষি কাজ, কৃষি ক্ষেত ভিজিট করানোর মাধ্যমে, ঐসকল কৃষকদের সাথে কৃষি কাজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতার মাধ্যমে। অভিজ্ঞ কৃষকের ফলন্ত ক্ষেত দেখে কৃষক অনেক বেশি উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে ঐ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা দক্ষতা নিজে প্রয়োগ করে কৃষি কাজে উন্নতি ঘটান। এমনি এক কৃষি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর গত ২৯ এপ্রিল ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। লোকজ-এর কৃষক নেতৃত্বে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় ৮টি কৃষক সংগঠনের ১৭ জন কৃষক এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর সফর সদস্য নির্বাচনে একটু বৈচিত্র্য আনা হয়। এই অঞ্চলে ইদানিং বাণিজ্যিকভাবে তরমুজ ও সবজি যথেষ্ট লাভজনক হয়ে উঠেছে। যে কারণে, যে সকল কৃষকরা নতুন করে তরমুজ ও সবজি চাষ করতে ইচ্ছুক, প্রধানত তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়।

সফরের শুরুতে কৃষকরা আমতলা ও গঙ্গারামপুর গ্রামের বেদে মারার বিলে সফল তরমুজ চাষী ছোট মনু, শাহজাহান বিশ্বাস ও জাহাঙ্গীর শেখের তরমুজ ক্ষেত পরিদর্শন করেন। সেখানে চাষীদের নিকট থেকে তরমুজ চাষের শুরু থেকে বিক্রয় পর্যন্ত তথ্য নেওয়া হয়। যেমন জমি পরিষ্কার করা, চাষ দেওয়া, সার প্রয়োগ, বীজ রোপন, চারা পরিচর্যা, সেচ পদ্ধতি, কীটনাশক ব্যবহার, উপরী সার বা চাপান সার দেওয়াসহ সকল দিক। তাদের নিকট শোনেন এবং দেখেন। তরমুজ চাষীরা সফররত কৃষকদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তরমুজ চাষের পদ্ধতি ও ধাপগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দেন এবং কৃষকগণ তা খাতায় লিখে রাখেন। এভাবে তারা আমতলা, গঙ্গারামপুর, টেংরামারী ও আন্ধারিয়া বিলের কৃষকদের সাথে মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

বৈশাখের তীব্র তাপদাহের মধ্যে কোন রকম ক্লান্তি ছাড়া কৃষকগণ তরমুজ চাষ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ শেষে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বটিয়াঘাটা গাগড়ামারী অবস্থিত মৃত্রিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) পরিদর্শনে যান। এখানে উন্নত পদ্ধতি ঢেড়স চাষ, মাচায় সবজি চাষ, সমন্বিত চুই ও সবজি চাষ, এলাচী চাষ, ভূট্টা চাষ ও ভূট্টা দানা ছাড়ানো, কুশি চাষ, লাল পুইশাক চাষসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি, দানা শস্য ও লতা জাতীয় সবজি চাষ ও মসল্লা চাষ সম্পর্কে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এসময় এসআরডিআই কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কৃষকদের মাঠে নিয়ে সকল চাষ পদ্ধতি, সার, বীজ, সেচসহ সকল বিষয়ে বিষদ আলোচনা ও সহযোগিতা করে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষক সদস্যগণও অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সকল চাষ সম্পর্কে অবহিত হয়ে চাষের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১ পালন

জলাভূমি, পানি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার দাবি

মানুষ ও প্রকৃতি রক্ষায় জলাভুমি সুরক্ষা ও পানি ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়ে বটিয়াঘাটায় পালিত হলো বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১। দিবসটি উপলক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড পিস মিশন এবং ন্যাচার এন্ড বায়োডায়র্ভাসিটি কনজারভেশন সোসাইটির সহযোগিতায় ০৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বটিয়াঘাটা উপজেলা সদরে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা লোকজ ও বটিয়াঘাটা কৃষক ফেডারেশন এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। লোকজের নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বটিয়াঘাটা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, সিপিবি নেতা অশোক সরকার, বিআরডিবির চেয়ারম্যান এস এস ফরিদ রানা, ইউপি সদস্য ও প্যালেন চেয়ারম্যান দীপ্তি রাণী মল্লিক, বটিয়াঘাটা মৈত্রী কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সহ-সভাপতি মনছুর আলী শেখ ও প্রভাষক তাপস মল্লিক প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উদাহরণ হলো জলাভূমি। ০২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জলাভূমি দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'জলাভূমি ও পানি'। জলাভূমির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি ইরানের রামসার শহরে পরিবেশবাদী সম্মেলনে জলাভূমির টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এটি রামসার কনভেনশন চুক্তি বলে পরিচিত। সেই থেকে ০২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জলাভূমি দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালে আমাদের সুন্দরবনকে রামসার কনভেনশন কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (রামসার সাইট) জলাভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য, কৃষি, মৎস্যসহ নানা ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জলাভূমি। সুতরাং জলাভূমিকে রক্ষা করতে বক্তরা সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১

দুর্যোগ সহনশীল বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবিতে লোকজ ও কৃষক ফেডারেশনের মানববন্ধন

প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার। প্রকৃতি সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি এই স্লোগানকে সামনে রেখে বটিয়াঘাটায় লোকজের উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১। মিজরিও-জার্মানী আর্থিক সহায়তায় ০৭ জুন ২০২১ বটিয়াঘাটা কাতিয়ানাংলা বাজারে দিবসটি উপলক্ষে এক মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ ও কৃষি রক্ষা করতে উপকূল এলাকায় দুর্যোগ সহনশীল বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবিতে লোকজ-এর নির্বাহী পলিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্ব এবং সমন্বয়কারী পলাশ দাশের সঞ্চালায় অনুষ্ঠিত পরিবেশ দিবসের মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হাদি-উজ-জামান হাদী, উপজেলা কৃষক ফেডারেশনের মো: মনছুর আলী শেখ, আশালতা ঢালী, নির্মল বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, তাপস মল্লিক, বাসুদেব মণ্ডল, অমরী মণ্ডল, শংকরী সরকার এবং লোকজ-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিলন কান্তি মণ্ডল প্রমুখ।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় বক্তরা পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সম্পদের ভোগ ও উপভোগ যাতে পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং প্রকৃতিকে বিরূপ করে না তোলে, সে জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করতেই পরিবেশ দিবসের কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচকরা বলেন, অগণিত মানুষের অনেক স্বপ্ন পূরণের জন্য রয়েছে একটি মাত্র পৃথিবী। তাই এ পৃথিবীকে লালন করতে হবে অনেক যত্নে। পৃথিবীর প্রতিবেশব্যবস্থা এখন সংকটের মুখোমুখি। প্রকৃতির ওপর কৃত্রিম উপকরণ ও অনুপযোগী প্রযুক্তির অত্যধিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, অপরিণামদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পৃথিবী ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এখন সময় এসেছে লাগাম টেনে ধরার। মানববন্ধনে এলাকার মানুষ ও কৃষিকে রক্ষা করতে দুর্যোগসহনশীল বেড়িবাঁধ নির্মাণের জোর দাবি জানানো হয়।

কৃষি অনুপ্রেরণার গল্প

দশ কেজিতে দশ মন

লবণাক্ত এলাকায় মশলা জাতীয় হলুদ চাষ করে সাফল্য দেখিয়েছেন বটিয়াঘাটা উপজেলার ভান্ডারকোট ইউনিয়নের পশ্চিম হালিয়া গ্রামের কৃষক নির্মল বিশ্বাস। নির্মল বিশ্বাসের বয়স ৬৫ বছর। পেশা ও নেশায় একজন খাটি কৃষক। তিনি নিজে একজন গরীব কৃষক হয়েও এলাকার অন্যান্য কৃষকদের প্রতি বছর বীজ ও চারা দিয়ে সহযোগিতা করনে। প্রতিনিয়ত এলাকার কৃষি ও অন্যান্য কৃষকের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। গত বছর ২০২০ সালে করোনাকালে ২৩০ জন কৃষককে ২০,০০০ টাকার সবজি বীজ বিনামূল্যে দিয়েছেন। ২০২১ সালে ৩০ কৃষককে বিনামূল্যে বেগুনের চারা দিয়েছেন।

এ বছর কৃষক নির্মল বিশ্বাস নিজের বসতভিটার দেড় শতাংশ জমিতে ১০ কেজি হলুদের বীজ রোপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বৈশাখের শেষের দিকে জমিতে ভালোভাবে চাষ করে হলুদের বীজ রোপন করেন। কোনো ধরণের সার কীটনাশক ও পরিচর্যা ছাড়াই ফাগুনের শেষের দিকে ১০ মন কাঁচা হলুদ সংগ্রহ করেন। এই ধরণের ফসল এই লবণাক্ত এলাকায় চাষ হয় এটা অন্যান্য কৃষকরা দেখে অভিভুত হন। হলুদ সংগ্রহের সময় উপজেলা কৃষি অফিসের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থা লোকজ-এর প্রতিনিধি এবং গ্রামের অন্যান্য কৃষক উপস্থিত ছিলেন। নির্মল বিশ্বাস বলেন, হলুদ আমরা শুধুমাত্র রান্নার কাজে ব্যবহার করি না, এর নানা ধারণের ঔষধি গুণও আছে। তিনি বলেন, আমার হলুদ চাষের সাফল্য দেখে আগামী বছর ১৫ জন বীজের চাহিদা দিয়েছেন। তার উৎপাদিত অর্ধেক হলুদ বীজ হিসাবে রাখতে হবে।

বটিয়াঘাটা উপজেলার হালিয়া এলাকা একটি লবণাক্ত ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। এখানে কোনো ধরণের ফসল উৎপাদন কষ্টকর। সেই সমস্ত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে কৃষক নির্মল বিশ্বাস প্রতিবছর কৃষিতে যে চমক আনছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কৃষক নির্মল বিশ্বাস যেভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে কৃষি কাজে এগিয়ে আসছে। এভাবে কৃষকের সামান্য সহযোগিতা করতে পারলে বাংলাদেশের কৃষিতে স্বনির্ভর হয়ে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করে রপ্তানীমুখি করতে পারবে।

তরমুজের মডেল চাষী তরুণ মণ্ডল

দেড় বিঘা জমিতে দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা

ঝড়ভাঙ্গা গ্রামের প্রান্তিক বর্গা চাষী তরুণ মণ্ডল। বয়স ৫০ বছর। পৈত্রিক চাষাবাদের কোনো জমি নাই। শুধুমাত্র ৫ শতক বসতভিটা। এক ছেলে, এক মেয়ে, পুত্রবধু ও স্বামী-স্ত্রী মিলে ৫ জনের সংসার। একদিন কাজ না করলে সংসার চলে না। বর্ষাকালে অন্যের ৭৫ শতাংশ জমি ভাগে চাষ করেন। অন্যসময় দিনমজুরি ও মাছ ধরে সংসার চলে। বছরের একটি দিনও সে বসে থাকে না। ভীষণ কর্মঠ।

বটিয়াঘাটার গঙ্গারামপুর ও সুরখালি ইউনিয়নে গত বেশ কয়েক বছর তরমুজ চাষ হয়ে আসছে। আবহাওয়া ও পরিবেশ ভালো থাকলে ফলন ভালো হয়, চাষীরাও লাভবান হন। এমনি অবস্থা চলে আসছে গত কয়েক বছর যাবৎ। তরুণ তরমুজ মৌসুমে অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এ বছর বর্গাকৃত ঐ ৭৫ শতাংশ জমিতে তরমুজের চাষ করবেন।

জমির মালিকের সাথে শুধুমাত্র তরমুজ চাষ বাবদ ৮০০০ টাকা ভাড়া চুক্তিতে ঝড়ভাঙ্গা বিলে তরমুজ চাষ শুরু করেন। ভালো করে চাষ ও মই দিয়ে জমি উপযুক্তভাবে তৈরি করে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বীজ রোপন করেন। জমিতে বীজ রোপনের পূর্বে ভালো করে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে কম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেন, যা একটা ব্যতিক্রম। যেখানে অন্য চাষীরা বেশি বেশি সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করেন সেখানে তরুণ কম দেন কিন্তু পরিচর্যা বেশি করেছেন। অন্য চাষীরা মেশিন বা মোটর দিয়ে সেচ দেন, তরুণের বক্তব্য, 'আমি দিবো গ্লাস সেচ, কলস সেচ'। তার মানে সে অনেক কম সার, কম ঔষধ ও কম পানি ব্যবহার করে ফসল ফলিয়েছে।

অন্য চাষীরা অগভীর নলকূপে মিশ্র লবণাক্ত পানি ব্যবহার করলেও, সে ব্যবহার করেছে মিষ্টি পানি। বীজ রোপনের পর থেকে সে কোনো দিন ক্ষেত ছেড়ে ওঠেনি। খাওয়া ঘুমানো বাদে সার্বক্ষনিক

ক্ষেত পরিচর্যার কাজ করেছেন। এ কাজে তার ছেলে, ছেলের বউ ও স্ত্রী আংশিক সময় দিয়েছে। দেড় বিঘা জমিতে বিগ পাকিজা ও ড্রাগণ জাত লাগান। ২ মাস ১২ দিন বয়সে প্রথম কিস্তিতে ক্ষেতের তরমুজ পাইকার ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করেন ২৯০,০০০ টাকা। ফলের ওজন হয় সর্বোচ্চ ১১/১২ কেজি। জমির ২৪০০টি তরমুজ ব্যাপারীরা কেটে নিয়ে যায়। দেড় বিঘায় দুই ট্রাক তরমুজ। ক্ষেতের অবশিষ্ট ফল পরিচর্যা করে আবারো ৯,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। সর্বমোট বিক্রি করেন ২৯৯,০০০ টাকা। জমির ভাড়া, মিষ্টি পানি সংরক্ষণের জন্য স্কেভেটর দিয়ে মাটি টাকা, কৃষি সরঞ্জাম ক্রয়, বীজ, সার, কীটনাশক, পানি সেচ, রোপন শ্রমিক; সব মিলিয়ে তার খরচ হয়েছে ৩৮,০০০ টাকা।

তার এই অভাবনীয় সাফল্যে এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। এত অল্প জমিতে এত বেশি টাকার ফসল বিক্রি! চাষী তরুণের কম খরচের কারণ; তিনি কোনো কিছু অপচয় করেননি, সার্বক্ষনিক কঠোর পরিশ্রম ও পরিচর্যার মধ্যে ছিলেন, মিষ্টি পানি ব্যবহার করেছেন, নতুন জমি, সর্ব্বোপরি তার দিন মজুরি খরচ নেই বল্লেই চলে। সব সময় নিজেরা খেটেছেন, তার জন্য খরচ কম হয়েছে, ফলন ভালো হয়েছে, লাভ হয়েছে অনেক বেশি।

একই জমিতে তিনটি ফসল

বিলের জমিতে গোল আলু চাষ

বটিয়াঘাটা এলাকায় ভিন্ন কায়দায় গোল আলু চাষের প্রসার হচ্ছে। উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের গঙ্গারামপুর গ্রামের অনিমেশ মহালদার পেশায় একজন গরীব কৃষক। নিজস্ব জমির পরিমাণ ৪০ শতাংশ। একমাত্র ফসল আমন ধানই এ জমিতে চাষ করেন। অনেকে আবার আমন ধান চাষ কাটার পর সবজি চাষ, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, ঢেড়স ইত্যাদি চাষ করেন। জমিগুলো অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়ায় আমন ধান কাটার পর এই সবজিগুলো চাষ হয়ে থাকে। গত বছর ২০২০ সালে রবি মৌসুমে অনিমেশ মহালদার চিন্তা করলেন, সে বিলের জমিতে গোল আলুর আবাদ করবে। এই এলাকার সকল কৃষকরা বসত ভিটায় গোল আলুর চাষ করেন। গতানুগতিক ধারার বিপরীতে সে এবার নিজস্ব ১৫ শতাংশ জমিতে গোল আলু ও ২৫ শতাংশ জমিতে অন্যান্য সকল সবজি চাষ করেন।

চাষ প্রাণালী: আমন ধান কাটার পর জমিতে জো আসলে পৌষ মাসের শেষে জমির আগাছা/খড় পরিষ্কার করে পাওয়ার টিলার দিয়ে দুইটি চাষ দিয়ে ২/৩ দিন রোদে শুকানোর পর ১৫ শতাংশ জমিতে ১০ কেজি টিএসপি, ৫ কেজি পটাশ, ২০০ গ্রাম দানা বিষ প্রয়োগ করে আরো দুটি চাষ দিয়ে মাটিতে ঝুরঝুরে করে রোপন উপযোগী করা হয়। জমি প্রস্তুত শেষে বাজার থেকে ৩৫ কেজি অংকুরিত আলুর বীজ কিনে রোপন করা হয়। ১৮ ইঞ্চি পর-পর লাইন, ৬/৭ ইঞ্চি পর পর আলু বসিয়ে পিলি করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহের ভিতর বীজগুলো মাটি ভেদ করে গাছ বের হয়। জমির জো কমে গেলে ২৫/৩০ দিন পর প্রথম সেচ, পরে আলো ২/৩ টি সেচ দিলে ভালো হবে। শুধুমাত্র সেচ দেওয়া ছাড়া কোনো রোগ বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই, আগাছা হয়নি। কোনো ধরণের বালাইনাশক বা ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা হয়নি। জমিচাষ, বীজক্রয়, সারক্রয় ও সেচ প্রদান বাবদ তার খরচ হয়েছে ১৭৯০ টাকা। সার বীজ খরচ ছাড়া তারা স্বামী-স্ত্রী দু জনের সকল কাজ করেছেন।

ফাগুনের ১৫ তারিখের মধ্যে আলু সংগ্রহ করেছেন। ১৫ শতক জমি থেকে তারা ১৬ মণ ২১ কেজি আলু সংগ্রহ করেছেন। বিলের জমিতে আলু চাষ করে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এলাকার কৃষকরা এখন অনিমেশের কাছ থেকে শিখছেন, কিভাবে অন্যান্য ফসলের পরিবর্তে বিলের জমিতে আলু চাষ করেছেন। পরিবারের খাওয়ার জন্য সে ১২০ কেজি আলু রেখে বাকী আলু তিনি ১০৮০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। আলু সংগ্রহের পর ঐ জমিতে আবার মুগডাল চাষ করে দেড় মণ ডাল পেয়েছেন। আগে যে জমিতে আমন ধান ছাড়া অন্য কোনো ফসল হতো না সেই জমিতে কৃষক অনিমেশ মহালদার তিনটি ফসল ফলিয়ে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

পাঁচ কাঠায় ২০ মণ মিষ্টি আলু উৎপাদন করে নজির সৃষ্টি

বহু মাত্রিক পুষ্টি গুণে ভরপুর মিষ্টি আলু। শীতকাল বা গরমকাল, উভয়কালে এটা ভালো হয়। তবে খরিপ-১ বা গরমকালে এই আলু বেশি ভালো হয়। উপকূলীয় ঈষৎ লোনা অঞ্চলেও অত্যন্ত ভালো ফলন দেয়। মিষ্টি আলুর সবচেয়ে সুবিধা হলো এই আলু চাষ করতে কোন সার-ওষুধ ও কীটনাশক লাগে না। খরচ একেবারে নেই বল্লেই চলে। শুধু ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে রিং করা লতা পুঁতে দিতে পারলেই হয়ে যাবে। প্রচণ্ড খরার সময় একবার পানি সেচ দিতে পারলে খুবই ভালো হয়। এই আলু চাষে ফলাফল হচ্ছে খরচ নেই লাভ বেশি।

গঙ্গারামপুর সবুজ কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাধনা কবিরাজ, স্বামী কৃষক বিধান কবিরাজ এর সাথে থেকে কৃষি কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। নিজেই করেন কৃষি কাজ। বিগত দিনে কৃষি কাজে তার অনেক সফলতার নজির আছে। চলতি ২০২১ সালে সাধনা কবিরাজ ও তার স্বামীর তরমুজ ও বোরো ধান চাষ করেন। তরমুজ চাষের পাশাপাশি তিনি স্ব-উদ্যেগে গঙ্গারাপুর গ্রামের গুয়ের খালের উত্তর পাড়ে মাত্র পাঁচ কাঠা জমিতে মিষ্টি আলু চাষ করেন। ৬টি চাষ দিয়ে কোন রকম সার ব্যবহার ছাড়া মিষ্টি আলুর লতা গত ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখে রুয়ে দেন। দেখতে দেখতে আলু গাছ নতুন পাতা ছেড়ে সবুজে ভরে ওঠে। কোন প্রকার সার ও কীটনাশক দেননি। একবার মাত্র হালকা সেচ দেন, তাতেই আলু গাছের লতা সমস্ত ক্ষেতে ভরে যায়। দেখার মত দৃশ্যে পরিণত হয়। নয়ন জুড়ানো চেহারা, এলাকার কৃষক যুবক- যুবতীরা স্মার্ট ফোন দিয়ে ছবি তোলেন। ভালো ভালো মন্তব্য করেন। মন ভরে যায় সাধনার।

২ মাস ২৫ দিন পর আলু তুলতে গিয়ে আলু তুলে অবাক হয়ে যান, এত ফলন! প্রতি লতায় ১-২ কেজি বড় বড় আলু। পাঁচ কাঠা জমিতে ২০ মণ আলু। মাটির থেকে আলু বেশি। সাড়া পড়ে যায় এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। আগামীতে অনেক কৃষক তার এই ফলন দেখে এর চাষ করতে উৎসাহী হয়েছেন। গ্রামের প্রশান্ত সরকার, আলী আজম খাঁ, শ্রীবাস কবিরাজ, হিরন্ময় মহালদারসহ অনেকেই। এবছর তার উৎপাদিত মিষ্টি আলু ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছেন।

জন নেতৃত্বে বাঁধ নির্মাণ

এক বাঁধে ২০ কোটি টাকার ফসল

শুষ্ক মৌসুমে কৃষির জন্য মিষ্টি পানি ধরে রাখতে আমতলা নদীতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বাঁধ দিয়েছেন বটিয়াঘাটার দুই শতাধিক কৃষক। গত ২০ জানুয়ারি ২০২১ আমতলা নদীর সংযোগমুখে এলাকার কৃষকরা আড়াআড়িভাবে এই বাঁধ নিমাণ করেন। গত বছরের মতো এবারও লোকজ এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা কৃষক ফেডারেশন আমতলা নদী বিধৌত গ্রামগুলোর কৃষকদের সংগঠিত করে স্বেচ্ছায় বাঁধ নির্মাণে অনুপ্রাণিত করতে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছে।

২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি, বাংলা মাঘ মাসের শীতের সকালে গঙ্গারামপুর, আমতলা, ঝড়ভাঙ্গা, কাঠালতলা, কোদালদহ, গোন্ধামারী, সুকদাড়া, আন্ধারিয়া, বৃত্তিশলুয়া; এই নয় গ্রামের ২০০-২৫০ জন কৃষক নিজ উদ্যোগে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে আমতলা নদীর গোড়ায় গেটের বাইরের অংশে মাটির বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করে। লোকজ-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিলন কান্তি মণ্ডল এবং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য শেখ মোঃ মোশাররফ হোসেন সরেজমিনে উপস্থিত থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজে সহযোগিতা করেন। এলাকার বোরো ধান ও তরমুজ চাষীদের মধ্যে অনেকেই বাঁধ নির্মাণের আনুসাঙ্গিক খরচ নির্বাহের জন্য স্বেচ্ছায় ১০০ টাকা হারে জমা করেছেন। এই টাকা দিয়ে ৪০টি বাঁশ, পেরেক, গুনারতার ক্রয় করে মোটামুটিভাবে বাঁধের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, প্রোগ্রাম অফিসার দিপংকর কবিরাজ, হিসাব কর্মকর্তা বাসুদেব মল্লিক, ইউপি সদস্য নিহার রঞ্জন সরকার, মনিরুল ইসলামসহ অনেকেই বাঁধ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেছেন। বাঁধ দেওয়ার পর কৃষকরা আশা প্রকাশ করেন চলতি বছর গত বছরের তুলনায় বেশি জমিতে বোরো ধান ও তরমুজ করা যাবে। ২০ থেকে ৪০ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন করা যাবে তাই যেকোন মূল্যে সাময়িক এই অস্থায়ী মাটির বাঁধ রক্ষা করে লবন পানি ওঠা বন্ধ রাখতে হবে। এ বছর আমতলা নদীর গোড়ায় মিষ্টি পানি সংরক্ষণে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট ১০টি গ্রামের চাষিরা আমতলা নদীর মিষ্টি পানি দিয়ে বোরো ধান, তরমুজ ও খরিপ শাক-সবজি চাষ করতে পেরেছেন।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে

শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকদের মাঝে লোকজ-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ

বটিয়াঘাটায় কৃষক ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকজ-এর উদ্যোগে পাঁচ হাজার মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ টেলিকমের সহযেগিতায় ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বটিয়াঘাটা উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোঃ রাশেদুজ্জামান। বটিয়াঘাটা উপজেলা চত্বরে এই কর্মসূচির উদ্বোধনের পর বটিয়াঘাটার বিভিন্ন হাট-বাজার ও এলাকায় মাস্ক বিতরণ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাদী-উজ-জামান হাদী, ইউপি সদস্য শেখ মোশারফ হোসেন, লোকজ-এর নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকার, সমন্বয়কারী পলাশ দাশ, মিলন কান্তি মণ্ডল ও দিপঙ্কর কবিরাজ।

Loving Care for the Oppressed Society- LoCOS

An Organization for Social Empowerment

Village: Gangrampur, Post: Katianangla
Upazilla: Batiaghata, District: Khulna
Bangladesh
E-mail: locosdeb@yahoo.com
Web: www.locosbd.org
Cell: +88 01716 704110, +88 01937 702355